ঝিনাইদহে নিহত ৪ ছাত্রশিবির কর্মীদের স্মরণে সড়কের নামকরণ

বিচার বহির্ভুতসহ হামলায় নিহত ছাত্র শিবিরের নেতাকর্মীদের স্মরণে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সড়কের নামকরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে উপজেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিহতের নামে নামফলকের উদ্বোধন করা হয়। সেসময় জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি মনিরুজ্জামান মিঠু, উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির আবু তালিবসহ নিহতদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

শুরুতে কালীগঞ্জ গান্না সড়কের চাপালি সড়কে শিবির কর্মী আবু জর গিফারীর স্মরণে সড়কের নামকরণ করা হয়। পরে উপজেলার বিভিন্ন সড়কে শিবিরকর্মী আসলাম হোসাইন, শামীম মাহমুদ, মহিউদ্দিন সোহানের নামে সড়কের নামকরণ করা হয়। সড়কের নাম ফলক উদ্বোধন শেষে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

১৯৮৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির কর্মী আসলাম হোসেন, ২০১৬ সালে আবুজর গিফারী, শামীম মাহমুদ ও মহিউদ্দিন সোহাগকে হত্যা করা হয়।

এক সপ্তাহ পর সড়কে ফিরল ট্রাফিক পুলিশ

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের আন্দোলন-সহিংসতার জেরে এক সপ্তাহের মতো রাজধানীর সড়কে ছিল না ট্রাফিক পুলিশ। পুলিশ শূন্য রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বাঁশি-লাঠি হাতে এ কয়েকদিন সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এ অচলাবস্থার পর সোমবার (১২ আগস্ট) রাজধানীর সড়কে কাজে ফিরেছেন ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা।

সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে দায়িত্ব পালন শুরু করেছে

ট্রাফিক পুলিশ। আগারগাঁও, বাংলামোটর, কারওয়ান বাজার, বিজয় সরণি, জাহাঙ্গীর গেট ও মহাখালীতে ট্রাফিক পুলিশকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। কোথাও কোথাও পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে এক সঙ্গে কাজ করছেন।

গত কয়েকদিন ট্রাফিক সামলানোর দায়িত্ব পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা; তাদের কাছ থেকে সড়কের দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা।

শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনার পর কিছু দাবিতে গত ৬ আগস্ট থেকে কর্মবিরতির ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ পুলিশ অধস্তন কর্মচারী সংগঠন।

সূত্র: ইত্তেফাক

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনার আহত বৃদ্ধ তাইজাল মারা গেছেন

সড়ক দুর্ঘটনার দেড় মাস পর আহত বৃদ্ধ তাইজাল হোসেন (৮০) মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি গ্রামের নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি।

তাইজাল হোসেন ওই গ্রামের মৃত জিল্লুর রহমানের ছেলে। পারিবারিক সূত্র এই বিষয় নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, কড়ইগাছি গ্রামের বৃদ্ধ তাইজাল আলী তার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হন। আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি। তারপর থেকেই বাড়িতেই ওষধ খাচ্ছিলেন। আজ সকালে মারা যান তিনি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই

তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রদর্শক শিক্ষক নিহত

মেহেরপুর শহরে সড়ক দুর্ঘটনায় মুজিবনগর সরকারি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রদর্শক শিক্ষক ওহিদুল ইসলাম নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার রাত সোয়া ৯টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এর আগে রাত ৮টার দিকে বড়বাজার-হাসপাতাল সড়কের টিএণ্ডটি অফিসের সামনে একটি ট্রাকের ধাক্কায় তিনি গুরতর আহত হন।
নিহত ওহিদুল ২ পুত্র সন্তানের জনক এবং গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের নিমস্বরণ পাড়ার মৃত জহুর আলীর ছেলে। তিনি মেহেরপুর জেলা শহরের পৌর ঈদগাহপাড়ায় বসবাস করে আসছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, ওহিদুল মেহেরপুর শহরের টিএণ্ডটির সামনে দিয়ে হেঁটে শহরের পৌর ঈদগাহ পাড়ার নিজ বাসায় ফিরছিলেন। এসময় একটি দ্রুতবাহি যানবাহন তাকে ধাক্কা দেয়। ওই ধাক্কায় তিনি সড়কের পাশে লুটিয়ে পড়ে মারাত্বক ভাবে আহত হন। পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃতবরণ করেন।

ওহিদুল ইসলামের অকাল মৃত্যূতে শোক জানিয়েছেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনসহ তার সহকর্মীরা।

ঝিনাইদহের সড়ক যেনো মৃত্যুর ফাঁদ

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্ঘটনায় মানুষের প্রাণহানীই শুধু নয়, বরং বিপর্যস্ত পরিবারের চিরস্থায়ী দুর্ভোগও বটে। নিয়মিত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। কোন ভাবেই সড়কে এই মৃত্যুর মিছিল থামছে না। প্রতিদিনই একের পর এক তাজা প্রাণ হারিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে থমকে যাচ্ছে বহু পরিবার। আর যেসব লোক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন অথবা পঙ্গুত্ববরণ করেন তাদের পরিবারের খবর কেউ রাখে না। সড়ক দুর্ঘনার এই অবস্থা এখন মহামারি আকার ধারণ করেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। একটি ঘটনার রেশ না কাটতেই ঘটছে আরেকটি ঘটনা। এদিকে গত তিনমাসে ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩২জন নিহত হয়েছেন।

এরমধ্যে সদর উপজেলায় ৮ জন, কালীগঞ্জে ৭ জন, মহেশপুরে ৭ জন, কোটচাঁদপুরে ২ জন, শৈলকুপায় ৬ জন ও হরিণাকুণ্ডুতে ২ জন রয়েছে।

নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগ সড়ক-মহাসড়কে চলালকৃত অবৈধ যানবাহনের কারণে মারা গেছেন। এছাড়া কিশোর ও তরুণ কলেজ শিক্ষার্থীরাও দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালানোর ফলে প্রাণ হারিয়েছেন।

নিরাপদ সড়ক চাই সংগঠেনের কর্মী সাকিব মোহাম্মদ আল হাসান জানান, সড়ক মহাসড়ক ক্রমেই অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। প্রতি নিয়ত সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পাল্লা ভারি হচ্ছে, কিন্তু কোন প্রতিকার নেই।

জেলা সুজনের সভাপতি ও মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু জানান, বৈধ যানবাহন নিয়ন্ত্রন করতে না পারলে সড়কে এই মৃত্যুর মিছির থামানো যাবে না। এ ক্ষেত্রে সমাজের সব শ্রেনীর মানুষকে যুক্ত হতে হবে।

ঝিনাইদহ বিআরটিএর সহকারী পরিচালক আতিয়ার রহমান জানান, আমরা তো সব সময় সড়কে নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছি। ড্রাইভারদের প্রশিক্ষন দিচ্ছি, মানুষকে সচেতন করছি। তারপরও সড়ক দুর্ঘটনা রোধ সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন সড়কে নতুন নতুন গাড়ি চলাচল করছে। ফলে সড়কগুলো বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠছে।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে পুলিশের ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আমরা সড়ক-মহাসড়কে অবৈধ যানবাহন মুক্ত করতে প্রতি নিয়ত অভিযান চালাচ্ছি। চলাচলকৃত নসিমন, করিমন, আলমসাধু, ভটভটি ও ইজিবাইক আটক করে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। তরপারও তাদের থামানো যাচ্ছে না।

তিনি বলেন পুলিশের একার পক্ষে অবৈধ যানচলাচল বন্ধ করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ যদি সচেতন না হয় তবে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে নির্মাণ কাজে ধীরগতি

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাঁশবাড়িয়া থেকে জোড়পুকুরিয়া পর্যন্ত এখন মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলীর তদারকিতে চরম গাফিলতির কারনে রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। ফলে জনদূর্ভোগ এখন চরম মাত্রায় পৌছেছে।

রাস্তা নির্মাণ কাজে প্রায় ছয় মাস পানি ব্যবহার না করার কারনে গাংনী উপজেলা শহর এখন ধুলোর শহরে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার জহিরুল ইসলাম ও মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে জানানোর পরেও কোনো ব্যবস্থা নেননি। এদিকে সামনে ঈদকে কেন্দ্র করে রাস্তাটিতে যাতায়াত বেড়েছে বহুগুণ।

জানা গেছে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারি প্রকৌশলীর গাফলতিতে ঠিকাদার রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করছেন।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রশস্থকরণ ও সংস্কার কাজ চলছে নানা অনিয়ম, নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ও ধীরগতিতে।
দীর্ঘদিন রাস্তাটি ফেলে রাখার ফলে রাস্তার উভয় পাশের বালি এখন ধুলোতে পরিণত হয়েছে।

রাস্তাটির গাংনী অংশের গাঁড়াডোব থেকে তেরাইল পর্যন্ত রাস্তার মাঝে মাঝে উপড়ে ফেলায় জনদুর্ভোগ আরো বেড়েছে। অনেক আগে পাথর-

বিটুমিনের আস্তরণ দেওয়া শুরু করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা শুরু করেনি ঠিকাদার। দীর্ঘদিনের জরাজীর্ণ সড়কটি অযাচিত খোড়াখুড়ি করে রেখে দেওয়ায় পথচারিদের পেতে হচ্ছে দিগুন দুর্ভোগ।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) তত্ত্ববধানে মেহেরপুরের মের্সাস জহিরুল লিমিটেড এ সড়কের তিনটি প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে গাংনী উপজেলার তেরাইল কলেজ পর্যন্ত এ তিনটি প্যাকেজের কাজ পেয়েছেন জহিরুল লিমিটেড নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জরাজীর্ণ গাঁড়াডোব, বাশবাড়ীয়া গাংনী পৌর শহর, মালশাদহ, চেংগাড়া, চোখতোলা, জোড়পুকুরিয়া ও তেরাইল। মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারি প্রকৌশলী শাহীন মিয়াকে ফোন করে পাওয়া যায়নি।

সামনে ঈদকে কেন্দ্র করে ঘরমুখো মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে সবচেয়ে বেশি জরাজীর্ণ অংশের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফলতি তা হচ্ছেনা।

মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে কুষ্টিয়া ত্রিমোহনী পর্যন্ত চলমান এ সংস্কার কাজের মেহেরপুর জেলার অংশ প্রায় ৩০ কিলোমিটার। যার মধ্যে তিনটি প্যাকেজের কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে গত বছরে। কাজের গুণগত মান অত্যন্ত নিম্নমানের বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জানা গেছে, গাঁড়াডোব থেকে বাঁশবাড়ীয়া পর্যন্ত অংশের কিছু কিছু স্থানে কাজের প্রথমে বিদ্যমান কার্পেটিং তুলে ফেলা হয়। সেখানে বেজ টাইপ ওয়ান হিসেবে পাথর আর বালুর মিশ্রণ দিয়ে রুলার করার কথা থাকলেও পুরোদমে তা শুরু হয়নি। ফলে বেজ কোর্সের কাজ হিসেবে বিটুমিন ও পাথর দেওয়াও হচ্ছেনা।

এদিকে রাস্তা সংস্কার কাজ দ্রুতগতিতে না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে পথচারীদের ও জানবাহনের চালকদের মাঝে। ছোট বড় কয়েকটি যানবাহন চালক এ প্রসঙ্গে বলেন, সড়কটি এখন মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। যানবাহন চালাতে গিয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে খানা খন্দে ভরা ছিলো তারউপর এখন রাস্তাটি উপড়ে ফেলা হয়েছে। যে কারনে সড়কটিতে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। ঝরছে প্রাণ আর পঙ্গি হচ্ছে অনেকেই।

মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে আলমপুর ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার এলাকা ফোরলেনে উত্তীর্ণ হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিদ্যমান প্রকল্পে কলেজ মোড় থেকে গাংনীর দিকে প্রায় এক কিলোমিটার ফোরলেন ছিল। এছাড়াও গাংনী শহরে প্রায় চার কিলোমিটার এবং বামন্দী বাজারে প্রায় এক কিলোমিটার ফোরলেন রয়েছে। পরবর্তীতে জনপ্রশাসনমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সদর উপজেলার পুরো অংশ ফোরলেনের অনুমোদন হয়েছে বলে জানা গেছে।

বামন্দী-কাজিপুর সড়কের কার্পেটিং শেষ হবে কবে ?

দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারহীন থাকায় একসময় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-কাজিপুর আঞ্চলিক সড়কটি। ভাঙ্গাচোরা সড়কটি পরবর্তীতে গেল বছরে নতুন করে সংস্কার কাজের অনুমোদন হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারীতে কাজের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের ১ বছর পেরিয়ে গেলেও সড়কটির শতভাগ কাজ এখনো অসম্পূর্ণ।

সড়কটির নিশিপুর অংশ থেকে হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসা বাজার পর্যন্ত সাড়ে ৪কি.মি. এলাকা জুড়ে বালি আর ইটের খোয়া দিয়ে ডলা হলেও মাসের পর মাস পেরিয়েছে তবুও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কার্পেটিং কাজ শুরু করেনি এখনো। যার ফলে সড়কটিতে ইটের খোয়ার লাল রঙের ধুলোবালি উড়ে সীমাহীন সমস্যার মধ্যে রয়েছে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

কার্পেটিং না হওয়ার কারণে ধুলোবালি উড়ে সড়কের চলাচলে এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্নতা ঘটাচ্ছে। সড়কটিতে চলাচলকারী পথচারীরা এবং বামন্দী-নিশিপুর থেকে হাড়াভাঙ্গা পর্যন্ত বসবাসরত স্থানীয় বাসিন্দাদের যেন বেদনার শেষ নেই। ধুলোবালি উড়ার ফলে বিভিন্ন রোগব্যাধি জন্মানোর আশঙ্কা করছেন তারা। এ সড়কের ধুলোবালি কয়েক লক্ষ মানুষের কাছে এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রচন্ড ধুলাবালির কারণে স্থানীয়রা মটরের পানি দিয়ে রাস্তা ভেজাচ্ছে বিগত কয়েক মাস ধরে। ধুলোবালিতে গাছগাছালি বিবর্ণ আকার ধারণ করেছে। এ সড়কে নিয়মিত চলাচলকারী মোটরসাইকেল ও ইজিবাইক চালকেরা প্রায় দিশাহীন হয়ে উঠেছে। কার্পেটিং কাজ না হওয়ার ফলে সড়কটির পাশে অবস্থিত বেশকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থীরাও চরম দুর্ভোগে পড়েছে।

বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাবুদ্দিন বলেন, আমাদের স্কুলের পাশের সড়কটিতে ইটের খোয়া দিয়ে ডলা হলেও কার্পেটিং কাজ হয়নি। যার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

হাড়াভাঙ্গা ডি এইচ সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ধুলোবালিতে এত পরিমাণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে; যা ভাষায় প্রকাশের মতো না। আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে সড়কটি কার্পেটিং সহ সংস্কার চাই।

বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মিতু খাতুন বলেন, রাস্তায় ধুলোবালির কারণে আমাদের স্কুলে আসতে খুব সমস্যা হয়। স্কুলড্রেস নোংরা হয়ে যায় ধুলোবালিতে।

এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বায়েজিদ হোসেন বলেন, স্কুলে যেতে এবং বাড়ি ফিরতে প্রতিদিন ধুলোবালি অতিক্রম করতে হয়; স্কুলে যাওয়ার পথে সাদা স্কুলড্রেস লাল বালিতে লালচে আঁকার ধারণ করে।

সড়কটিতে চলাচলকৃত পথচারী কামাল হোসেন বলেন, ঠিকাদার কাজ না করে ফেলে রাখার কারণে চরম সমস্যার মধ্যে রয়েছি; পেটের মধ্যে ধুলোবালি ঢুকে অসুখ বিসুখ হচ্ছে।

সড়কটিতে চলাচলকারী আরেক পথচারী জাহিদ হাসান বাদল জানান, আমি প্রতিদিন ব্যবসার সূত্রে নতুন ব্রজপুর থেকে বামন্দী যায়। কার্পেটিং না হওয়ায় প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে; রাস্তার কাজ না করায় ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারের শাস্তি হওয়া দরকার। বারবার শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কাজ শুরু হচ্ছে না।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য ও বালিয়াঘাট গ্রামের বাসিন্দা রবিউল ইসলাম জানান, ধুলোবালি উড়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চরম দুর্ভোগ পোহাতে

হচ্ছে কয়েকলক্ষ মানুষকে। দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্পেটিং কাজ শুরু করা প্রয়োজন।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন আশ্বাস দিয়ে বলেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজকে অনুরোধ করা হয়েছে দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য। বামন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে পাথর, বালু নিয়ে এসেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। আশা করছি দ্রুত কাজ শুরু হবে।

তবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ঠিক কতদিন নাগাদ কার্পেটিং কাজ শুরু করবে সেবিষয়ে জানতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজের সাথে যোগাযোগ করা হলেও সঠিক জবাব পাওয়া যায়নি।

গাংনীতে সড়কে শৃঙ্খলার দাবিতে মানববন্ধন

“সড়কে দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু, আমরা আর দেখতে চাই না” এই শ্লোগানে সড়কের শৃঙ্খলার দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টার গাংনীর কাথুলী মোড়ে আইন সহায়তা কেন্দ্র ফাউন্ডেশন(আসক) এর উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

আসক সভাপতি রফিকুল ইসলাম পথিক এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম,কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হারুন অর রশিদ, সহ-সভাপতি গোলাম মহাম্মদ, করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিমছার আলী ও মাহাবুব।

মানববন্ধনে বক্তারা গাংনী উপজেলা শহরের ৩টি পয়েন্টে ট্রাফিক পুলিশী ব্যবস্থা,সড়কে অবৈধ যানবাহনের সুনির্দিষ্ট তালিকা তৈরি, যেসব যানবাহনের নেম প্লেট নেই তা নির্ণয় করে নাম্বার টানানোর ব্যবস্থা,রাস্তার পার্শে হাটবাজার উচ্ছেদ শহরের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ পূর্বক সড়কে পথচারীদের নিরাপদে চলাচল নিশ্চিত করা,১৮

বছরের নিচের বয়স এমন ছেলেদের দ্বারা মোটরসাইকেল চালনা নিষিদ্ধ করা।

একইসাথে গত ২৩ জানুয়ারি ড্রাম ট্রাকের চাপায় করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শামীমা ইসলাম কনা নিহতের ঘটনায় ট্রাকটি শনাক্ত করে চালককে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

গাংনীর হেমায়েতপুর সড়ক দূর্ঘটনায় তিন জন আহত

গাংনী-হাটবোয়ালীয়া সড়কের হেমায়েতপুর নামক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা পাখি ভ্যানকে চলন্ত মোটরসাইকেল ধাক্কা দিলে ভ্যানের দুই যাত্রী ও মোটরারসাইকেল চালকসহ তিন জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন মোটরাসাইকেল চালক গাংনী উপজেলার আমতৈল গ্রামের সানোয়ার হোসেনের ছেলে স্কুল ছাত্র নাহিদ হোসেন (১৬), পাখি ভ্যানের চালক হেমায়েতপুর গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে কালু হোসেন
(৫৫) ও একই গ্রামের গৃহবধু রাশেদা খাতুন (৬০)।

গাংনী-হাটবোয়ালীয়া সড়কের হেমায়েতপুর বাজারের উপর বুধবার (১২ অক্টোবর) বিকালের দিকে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে নাহিদকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। বাকী দুজনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক জানান, নাহিদকে প্রাথমিক চিকিিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ভ্যানচালকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক সড়কের খোকসায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ভ্যানচালক হেলাল উদ্দিন (৫৫) খোকসা উপজেলার শিমুলিয়া ইউনিয়নের শিমুলিয়া কুঠিপাড়া গ্রামের মৃত মোঃ রবিউল ইসলামের ছেলে।

হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ১১ টার সময় কুষ্টিয়া রাজবাড়ী মহাসড়কের শিমুলিয়া ইউনিয়নের মালিগ্রাম কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা রাজবাড়ী গামী পিকআপ ভ্যান রেজিস্ট্রেশন নং-(ঢাকা মেট্রো-ন-২০-৫৪২৫) ভ্যানচালক হেলাল উদ্দিনের ভ্যানের পিছনে সজোরে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে ভ্যানচালকের ডান হাত ভেঙে যায়।

স্থানীয় এলাকাবাসী আহত ভ্যানচালক হেলাল উদ্দিনকে উদ্ধার করে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে আনেন। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত ডাক্তার রোমা মুখার্জি আহত ভ্যানচালক হেলালউদ্দিনের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

বিকেল পৌনে পাঁচটার সময় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ মোঃ আশিকুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আহত ভ্যানচালককে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।